আত্মশক্তি

রংপুর অঞ্চলের স্বেচ্ছাব্রতীদের করোনা সহিষ্ণু গ্রাম বিনির্মাণের বার্তা

THE HUNGER PROJECT

সংখ্যা-০৫ বর্ষ-০১, ২৪ আগস্ট ২০২০

মানুষকে সম্পৃক্ত করে সচেতনতা সৃষ্টি

করোনা ভাইরাসকে প্রতিহত করার কোন ঔষধ বা টিকা এখন পর্যন্ত আবিষ্কার হয়নি তাই সচেতনতাই পারে একমাত্র করোনা থেকে রক্ষা করতে। এই বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে তাদের ভিতরে বিশ্বাস তৈরী হয় একমাত্র সচেতনতাই পারে করোনা'র হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে। তাই তারা গ্রাম উন্নয়ন দলের সাথে আরো কিছু মানুষকে যুক্ত করে গড়ে তোলে 'করোনা প্রতিরোধ কমিটি' যেখানে বর্তমানে ০৮ জন নারী এবং ১৫ জন পুরুষ মিলে করোনার বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান তৈরী করতে সক্ষম হয়েছেন।

গ্রাম উন্নয়ন দলের উদ্যোগে এলাকার ১৮০০ মানুষকে সচেতন করা হয়েছে। এই সচেতনতামূলক কার্যক্রমগুলোতে নেতৃত্ব দিয়েছেন ইয়ুথ লিডার এইচআর হাবিব, রুবেল আহমেদ, নারী নেত্রী তাহমিনা আক্তারসহ অন্যান্য ইয়ুথ লিডার ও ভিডিটি সদস্যগন। সচেতনতা তৈরীর জন্য এলাকায় ৬০০ লিফটে বিতরণ ও পড়ে শোনানো হয়। পাশাপাশি এলাকায় প্রায় ১২০০ বসতবাড়ীতে ১৫০০ লিটার জীবানুনাশক ছিটানো হয়েছে, ৬০০ টির অধিক মাস্ক ও ৮০টি সাবান বিতরণ করা হয়েছে।

হাট বাজারে সচেতনতা তৈরী

আমাদের হাট বাজারগুলোতে মানুষের যে অবস্থা তাতে করে করোনা ভাইরাসে সংক্রমিত হবার আশংকা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি থাকে। এ থেকে পরিত্রানের বা সংক্রমিত হবার ঝুকি কমানোর উপায় একটাই, চলাফেরায় স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা।

এই সংক্রমনের আশংকা থেকেই বাজারে আসা সাধারণ মুনষ জনকে সচেতন করতে ও তাদের স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে উৎসাহিত করতে স্থানীয় বাজারে ৪ ধাপে মাইকিং করা হয়। মাইকিং এ সকলকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে আহ্বান করা হয়। এর মাধ্যমে প্রায় ২০০০ লোককে সচেতনতার আওতায় নিয়ে আসা হয়। এছাড়াও বাজারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ন স্থানে ২০টি হাতে লেখা সচেতনতামূলক স্বাস্থ্যবিধি পোষ্টার লাগানো হয়।

করোনা সহনশীল গ্রাম গড়তে এখন পর্যন্ত সফল চতরা গ্রাম

রংপুরের পীরগঞ্জ উপজেলার চতরা ইউনিয়নের চতরা গ্রামটি ২০১৭ সাল থেকে এসডিজি গ্রাম গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করে আসছে। এসডিজি অর্জনের লক্ষ্য নিয়ে ঐ বছর এই গ্রামে গঠন করা হয় 'চতরা গ্রাম উন্নয়ন দল'। দি হাঙ্গার প্রজেক্টের প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত উজ্জীবক, নারীনেত্রী, ইয়ুথ, গণগবেষক, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, এনজিও কর্মী দ্বারা কমিটি গঠনের পর থেকে এই কমিটির সদস্যরা এই গ্রামের নানা ধরনের সমস্যা সমাধানের জন্য কাজ করে আসছে। এ গ্রামের ৯০২টি পরিবারে মোট জনসংখ্যা ৩৫০৩জন যার ভেতর নারী ১৭৬৩ জন এবং পুরুষ ১৭৪০ জন। চতরা গ্রাম উন্নয়ন দলে ১১ জন নারী এবং ০৬ জন পুরুষসহ মোট ১৭ জন মিলে বর্তমান সময়ের সবচেয়ে ভয়াবহ মহামারী করোনা ভাইরাস সহনশীল গ্রাম গড়ে তুলতে তারা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

মানবিক সহায়তা কার্যক্রম

কোভিড-১৯ মহামারির কারণে যারা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন এবং যারা দৈনন্দিন জীবনযাপনে বিপর্যয়ের মুখে পড়ছেন তাদের মানবিক সহায়তা করার লক্ষ্যে ভিডিটি সদস্য ও ইয়ুথ লিডারগন বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেন। প্রথমে তারা একান্তই যাদের সহযোগিতা প্রয়োজন তাদের তালিকা প্রস্তুত করেন। পরে এলাকার বিত্তবানদের কাছ থেকে তারা সকলে বিভিন্ন সহায়তা সংগ্রহ করেন। সংগৃহিত অর্থের মাধ্যমে তা ১২০ টি পরিবারের মাঝে প্যাকেজ আকারে বিতরণ করা হয়। প্যাকেজের মধ্যে ছিল ৫ কেজি চাল, ১ কেজি ডাল, ১ কেজি লবণ, ৩ কেজি আলু, ১ লিটার তেল, কাঁচামরিচ, সাবান ও ১টি মিষ্টি কুমড়া।

এছাড়াও ইউনিয়ন পরিষদের সহযোগিতায় মোট ৪ ধাপে মোট ২৮০ টি পরিবারের মাঝে ১০ কেজি চাল, ১ টি মিষ্টি কুমড়া ও আলু বিতরণ করা হয়। এ বিতরনে ইউনিয়ন পরিষদের সাথে ভিডিটি প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত ছিল। সরকারি বিশেষ অনুদানের অধীনে ১৫ জনকে ২৫০০ টাকা করে সহায়তা পাইয়ে দিতে সহায়তা করেছেন চতরা গ্রাম উন্নয়ন দল। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর থেকে ৪ জনের মাতৃত্বকালীন সেবা নিশ্চিত করেছেন তারা। ৬ জনকে বয়স্ক ভাতা, ২ জনকে বাক-প্রতিবন্ধী ভাতা এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন তারা। এছাড়া ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এলজিএসপি প্রকল্পের বরাদ্দের সুবিধাভোগী হিসেবে ১২ জনের প্রত্যেককে ব্লিচিং পাউডার, সাবান ও তিনটি করে মাস্ক প্রাপ্তিতে সহায়তা করেছে চতরা গ্রাম উন্নয়ন দল।

সবজি চাষ

দৈনন্দিন জীবনের শাক-সবজির ক্ষেত্রে অন্যর উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে আনা ও পুষ্টি চাহিদা পুরনের জন্য নারীনেত্রী তহমিনা আক্তার তার গ্রামে সবজি চাষ বিষয়ক উঠানবৈঠক পরিচালনার মাধ্যমে ৮ জনকে বসত ভিটায় সবজি চাষে উৎসাহিত করেছেন। নিরাপদ শারিরীক দুরত্ব মেনে এই উঠানবৈঠক পরিচালনা করা হয়। তিনি ও অন্যান্য ভিডিটি সদস্যরা এই ধরনের উঠান বৈঠক পরিচালনা করে চলেছেন।

গুজব প্রতিরোধে সচেতনতা সৃষ্টি

আমাদের সমাজে অন্যতম একটি বড় সমস্যা হলো গুজব ও ভ্রান্ত ধারনা। কোন একটা সত্য খবরের চাইতে গুজবের দিকেই আমাদের ঝোঁক বেশি। এর কারণ হিসেবে শিক্ষার অভাব, সঠিকভাবে চিন্তার ক্ষমতার অভাব, সঠিক জিনিস শেখা ও জানার আগ্রহের ঘাটতি, কুসংস্কার প্রবনতা এরম অনেক কিছু সামনে এসে দাড়ায়।

ভুল তথ্য, উড়ো সংবাদ এসব গ্রামীন মানুষকে বেশি প্রভাবিত করে। তার সাথে আছে ধর্মীয় গোড়ামী, অন্ধ-বিশ্বাস ও ভ্রান্ত ধারনা। সাধারণ মানুষ যেন এমন সব ভ্রান্ত ধারনা থেকে বেরিয়ে আসে গুজবে কান না দেয় এবং সঠিক তথ্যটা জেনে সচেতন হয় সেজন্য এলাকার ১টি মসজিদে ইমামের সাথে বসে সাধারণ মানুষকে সচেতন করার উদ্যোগ নেয়া হয়।

ইয়ুথ ও মসজিদে ইমামের মাধ্যমে প্রায় ৮০০ মানুষকে সচেতন করা হয়। ভ্রান্ত ধারনাগুলোর মধ্যে রয়েছে করোনা গরীবের হবে না, এটি আল্লাহর গজব, কেয়ামত খুব সামনে, এটি বিধর্মীদের কারনে ঘটছে, খেটে খাওয়া মানুষের কিছু হবেনা, মুসলমানরা এ থেকে রক্ষা পাবে, এটা আমেরিকার ষড়যন্ত্র, এটা সরকারের ক্ষমতায় থাকার একটি কৌশল প্রভৃতি।

সন্দেহভাজনকে আলাদা এবং সনাক্ত ব্যক্তিকে চিকিৎসা প্রদান

কোন ধরনের উপসর্গ না থাকার পরেও যেহেতু অনেকে করোনা পজেটিভ হচ্ছে সেই আশংকা থেকে এলাকার বাইরে থেকে আসা ১৭জন ব্যক্তিকে ১৪ দিনের হোম কোয়ারেন্টাইন করে রাখার ব্যবস্থা নিশ্চিত করেছেন ভিডিটি সদস্যরা। সেই সাথে করোনা উপসর্গ আছে এমন ০২জন ব্যক্তিকে করোনা টেস্ট করোনার ব্যবস্থা করেছেন তারা, যা পরবর্তীতে করোনা নেগেটিভ বলে জানা গেছে। উপরোক্ত কাজ গুলোতে ভিডিটির অন্যান্য সদস্য ছাড়াও এইচআর হাবিব, রুবেল আহম্মেদ এবং নারী নেত্রী তহমিনা বেগম অগ্রনী ভূমিকা পালন করেন।

মাস্ক পরিধান করি

সাবান দিয়ে সঠিক নিয়মে বারবার হাত ধুই

হাটে বাজারে সবখানে অন্তত ৩ ফিট শারীরিক দুরত্ব নিশ্চিত করি

চারপাশ জীবানু মুক্ত রাখি

নিজে সচেতন হই, অন্যদেরও সচেতন করি

● সম্পাদক: রাজেশ দে, আঞ্চলিক সমন্বয়কারী ● নির্বাহী সম্পাদক: মোঃ শামসুদ্দীন, এরিয়া কো-অর্ডিনেটর ● সহ-সম্পাদক: অনুপম রায় ● তথ্য সংগ্রহ: মোঃ লুৎফর রহমান

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট, রংপুর অঞ্চলের একটি প্রকাশনা।